# একতাই সম্প্রীতি উৎসবে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ** বর্ণময় সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত হল একতাই সম্প্রীতি উৎসব। রাজ্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তিনদিনের এই অনুষ্ঠান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ চত্বর ও প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, সাংসদ মানস ভুঁঞ্যা, জেলাশাসক পি মোহন গান্ধী, জেলার পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিং হাজরা, সহ সভাপতি সভাধিপতি অজিত মাইতি, বিধায়ক দীনেন রায়, মৃণেন্দ্রনাথ মাইতি, আশীষ চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত মাহাতো, গীতা ভুঁঞ্যা-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সবাইকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার বার্তা দেন। প্রথম দিনে জেলার তিনটি মহকুমার সেরা পুজো কমিটিগুলোকে সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা পুজো এই তিনটি বিভাগে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার লাভ করে যথাক্রমে রবীন্দ্রনগর সর্বজনীন, আমলাশুলী সর্বজনীন, সংঘশ্রী সর্বজনীন, বিধাননগর সর্বজনীন, রাঙ্গামাটি সর্বজনীন, সোনাখালী স্কুলপাড়া সর্বজনীন, নেতাজী ব্যায়ামগার, ছোটবাজার সর্বজনীন, সৃজনী সোসিও কালচার অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি দুর্গাপুজো কমিটিগুলি। তিনদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা অংশ নেন। প্রথম দিন সঙ্গীতে অংশ নেন পারিজাত বাংলা ব্যান্ডের শিল্পীরা এবং সুদক্ষিণা চক্রবর্তী। নৃত্যে অংশ নেন সৃজনী ভূমি ও নটরাজ ড্যান্স একাডেমির শিল্পীরা। এদিনই সঙ্গীতে আসর মাতালেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও এরিনা মুখার্জী। অসাধারণ শারীরিক কলাকৌশলের মাধ্যমে রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের হৃদয় জিতলেন পূর্ব বর্ধমান থেকে আগত সহদেব মাঝি ও তাঁর সম্প্রদায়। দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বরলিপি'র শিল্পীরা।

আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটকে অংশ নেন কাব্য ও কলার শিল্পীরা। নৃত্য পরিবেশন করেন কল্লোল সংস্থার শিল্পীরা। এদিনই জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবৃত্তি,নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক সহযোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়দিনে মনজুড়ানো সঙ্গীতে আসর মাতিয়ে গেলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী স্বাক্ষর বসু ও পারভীন সুলতানা। বিশেষ করে পারভীন সুলতানার গলায় ভক্তিমূলক কীর্তন গান ছিল অসাধারণ। শেষ বেলায় ঢাল, তলোয়ার, লাঠি সহযোগে অসাধারণ 'রাভা' নৃত্য উপহার দিয়ে হলের দর্শকদের প্রশংসা কুড়ালেন জলপাইগুড়ি থেকে আগত তাপসী রাভা ও তাঁর সম্প্রদায়। তৃতীয় দিনে সঙ্গীতে অংশ নেন মেদিনীপুরের জনপ্রিয় বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী আলোকবরণ মাইতি ও তাঁর সম্প্রদায় এবং সঙ্গীতশিল্পী উজ্জয়িনী দাশগুপ্ত। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করা হয় মেদিনীপুর কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলনীর পক্ষ থেকে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বর-আবৃত্তির 'কবিতাঞ্জোপ'-এর শিল্পীরা। নৃত্যে অংশ নেয় 'আঙ্গিকম্' ও 'তালম্' সংস্থার শিল্পীরা। এদিন দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত 'মারুণি' নৃত্য উপহার দেন দুর্গা লামা ও সম্প্রদায়। শেষলগ্নে মনভোলানো জমাটি গানে আসর মাতালেন উদীয়মান সঙ্গীত শিল্পী অরিত্র দাশগুপ্ত ও শিল্পী গার্গী ঘোষ। বিশেষ করে অরিত্র দাশগুপ্ত-র উপস্থাপনা ছিল অনবদ্য। দর্শকদের অনুরোধে একের পর এক কালজয়ী গান গেয়ে অরিত্র উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় জিতলেন। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্বক্ষণ সশরীরে উপস্থিত থেকে সামনের সারি থেকে পরিচালনা করলেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। মঞ্চ নির্মাণ ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান মেদিনীপুরের বিশিষ্ট সঞ্চালক রঞ্জন দাস। জেলাপরিষদ চত্বরে ছিল একতাই সম্প্রীতি ও উন্নয়নমূলক কাজের উপর তৈরি প্রদর্শনী। এরই পাশাপাশি ছিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র। তিনদিনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহ উপস্থিত দর্শকদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার।

কাঁথি ২ নং ব্লকের ঝাওয়া সমবায় সমিতির অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদ শিশির অধিকারী, রাজ্য সমবায় নেতৃত্ব তথা এগরা বিধানসভার বিধায়ক সমরেশ দাস, সমবায়ী বিকাশ চন্দ্র বেজ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

# 'সকলের কথা' পত্রিকার স্মরণিকা প্রকাশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ** রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে 'সকলের কথা' পত্রিকার স্মরণিকা প্রকাশ করেন রাজ্যের পরিবহণ ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, সকলের কথা ২০০৮ সালে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আমাকে ২০০৯ সালে সাংসদ করার জন্য এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তৎকালীন অনেক সমালোচক এই ধরণের মন্তব্য করেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। আজ এই পত্রিকা দশটা বছরে পদার্পণ করল। তিনি আশাবাদী এই পত্রিকা বছরের পর বছর আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এদিনের পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছিলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্ব মজুমদার, লেখিকা রুপা মজুমদার, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, হলদিয়া পুরসভার পুরপ্রধান শ্যামল আদক-সহ বিশিষ্টজনেরা। সকলের কথা পত্রিকার সম্পাদক সুজিত ভৌমিক বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই সুজন সম্মান ২০১৮-এর 'সকলের কথা' পত্রিকার স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। গুণিজন সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

# সকলের কথা সৃজন সম্মান পেল মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ** সকলের কথা সৃজন সম্মান পেল মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র। দশমবর্ষে সকলের কথা সৃজন সম্মানে প্রথমবার সম্মানিত হল কোন প্রতিষ্ঠান। এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র শিক্ষা, শিল্পসংস্কৃতি, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তিদের এই সম্মান প্রদান করা হয়। এই প্রথমবার বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের স্বীকৃতিস্বরূপ মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে এই সম্মানে সম্মানীত করা হল বলে জানালেন গৌতম বোস ও প্রসূনকুমার পড়িয়া। সংস্থার সভাপতি রিংকু চক্রবর্তী জানান, গত ২০১২ সালে প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহারের কুফল নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২৫০ কিমি সাইকেল যাত্রা। তারপর থেকে এই বিষয়ে লাগাতার কাজ করার চেষ্টা করে আসছি। পাশে পেয়েছি মানুষের ভরসা, ভালোবাসা, সদস্যদের উদ্যমী মনোভাব। মূলত ক্যুইজ চর্চার বিস্তারে উদ্যোগী হয়েও সংস্থার সদস্যরা কালক্রমে সামাজিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এমনকী সংস্থার নামও মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র থেকে রেজিস্ট্রেশন হল মেদিনীপুর ক্যুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে। ২ বছর ছাড়া ক্যুইজ কার্নিভাল আয়োজন, ছাত্রছাত্রীদের ক্যুইজ, খুদে ক্যুইজার তৈরি করা, ক্যুইজ ওয়ার্কশপ, ক্যুইজ দর্পণ পত্রিকা প্রকাশের সাথে সাথে সমানতালে চলতে থাকল পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর সহ ঝাড়গ্রাম জেলায় ২০০০-এর বেশি পরিবারকে নতুন পুরানো জামাকাপড়, শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো, নিয়মিতভাবে মণীষিদের জন্মদিবস পালন। সেইসঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যবহারের কুফলের পাশাপাশি আয়োজন করা, পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও লোকালয়ে গাছ লাগানো ও গাছের চারা বিতরণ, অনুষ্ঠানে গাছের চারা দেওয়ার প্রথার প্রচলন, গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের প্রচলন, এমনকী ১ থেকে ৫ নভেম্বর লাল কাঁকড়াসহ উপকূল রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়াতে ১০৭ কিমি কোস্টাল ট্রেকিং করেন সদস্যরা। আয়োজন করেছেন ব্যতিক্রমী রক্তদান শিবিরের, মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার শিবির। মেঘেদারা ভারতের প্রথম ক্যুইজ লাইব্রেরি স্থাপন, দুস্থ ও মেধাবীদের জন্য ডব্লুবিসিএস কোচিং সেন্টার স্থাপন, ওণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, বইপ্রকাশ, মেডিক্যাল ক্যাম্প, সচেতনতা প্রচারে পথনাটিকা, জঙ্গলমহলের ছেলেদের নিয়ে ফুটবল একাদেমী চালানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছেন সদস্যরা। প্রসঙ্গত সকলের কথা পরিবারের কাছ থেকে এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত ক্যুইজ কেন্দ্রের সদস্য কৃষ্ণপ্রসাদ ঘড়া-সহ চল্লিশ হাজরা, অরুণ সাউ, নিখিলেশ সামন্ত প্রত্যেকেই খুব খুশি। সংস্থার সম্পাদক ড. মৌসম মজুমদার বলেন, 'সকলের কথা' পরিবার আমাদের কথা ভেবেছেন—এটা আমাদের কাছে পরম পাওয়া। আজ তাঁরা আমাদের কাজের জন্য সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন। তাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন নয়, সামাজিক কাজে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করলাম। এই সম্মাননা মনে হয় আমাদের চলার পথে পিঠটা চাপড়ে দিল। নীরবে বলে দিল সকলের কথা আরও বেশি বেশি করে ভাবতে। আমরা গর্বিত ও সম্মানিত।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির সংসদ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শিশির অধিকারী, পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী-সহ সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক বিশ্ব মজুমদার, শুকতারা এবং নবকল্লোল পত্রিকার সম্পাদিকা রুপা মজুমদার, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয়ভাবে বিধায়ক সুকুমার দে, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তিলক চক্রবর্তী, প্রাক্তন খেলোয়াড় বিদেশ বসু এবং মানস ভট্টাচার্য প্রমুখ।

# দিঘায় নিরাপত্তা বিষয়ক সভা পুলিশের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ** প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা থেকে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে যাতে কোন অপরাধ কার্যকলাপ চালাতে না পারে তার জন্যে রবিবার বিকালে দিঘা থানা ও দিঘা মোহনা থানার যৌথ উদ্যোগে এলাকার সমস্ত হোটেলের মালিক এবং কর্মচারীদের নিয়ে নতুন দিঘার একটি বেসরকারি হোটেলে নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে। মূলত প্রতিবেশী রাজ্য থেকে দুষ্কৃতী ঢুকে পড়া রোধ, হোটেলে আসা পর্যটকদের গতিবিধি, পরিচয় পত্র, সিসি ক্যামেরা বসানো-সহ সমস্ত হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আপ টু ডেট করা-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বিষয়ক বিস্তর আলোচনা হয় এই মিটিংয়ে। প্রসঙ্গত, সামনে আসছে দিঘার মূলত ব্যবসায়িক সিজন। প্রত্যেক বছরই ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে উপচে পড়া ভিড় হয় সৈকত শহর দিঘাতে। সেই সময়ে যাতে কোনরকম কোনো নাশকতা না ঘটে তার জন্যে এলাকাকে নিরাপত্তার মুড়ে ফেলতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ। পাশে রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যে ওড়িশা। আর সেই কারণে যে কোন নাশকতা ঘটিয়ে খুব সহজে অপরাধীরা গা ঢাকা দিতে পারে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে সেই সব দিকগুলো তুলে ধরেন এদিনের মিটিং-এ কন্টাই সার্কেল ইনস্পেক্টর চম্পকরঞ্জন চৌধুরী। এদিনের মিটিং-এ মালিক পক্ষ ও কর্মচারী সংগঠনের থেকে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্লদাস চক্রবর্তী, সার্কেল ইনস্পেক্টর চম্পক রঞ্জন চৌধুরী, দিঘা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাসুকিনাথ ব্যানার্জী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অম্বিকাচরণ জানা, পদিমা ১ প্রধান প্রমুখ।

# ভারতের ইতিহাস সম্প্রীতির, বিভেদকামীরা সফল হবে না

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ** ভারতের ইতিহাস সম্প্রীতির। এখানে বিভেদকামীরা সফল হয়নি আগামী দিনেও হবে না। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের চালতি গ্রামপঞ্চায়েতের আদাবেড়্যা বাজারের কাছে দুর্গাপুর জনসেবা সংঘের সভায় বলেন ওয়ালি রহমানি। সভার শুরু থেকেই দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অতীতকে তুলে ধরেছেন তিনি। বলেন, বাইরে থেকে শক, হুন, মোগল, পাঠান যারাই আসুক এদেশে তাঁরা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সেই সময় যুদ্ধ, লড়াই যাই হোক না কেন তার কারণ কখনই ধর্ম ছিল না। এখন যাঁরা এটাকে ধর্মের মোড়কে হাজির করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যে বলছেন। তারপরেও তাঁরা সেই পরিকল্পনায় সফলতা পাচ্ছেন না। তাই, বিভেদকামীরা সফল হবে না। কাঁথির বসন্তিয়া দুর্গাপুরের সম্প্রীতিমূলক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, জনপ্রিয় বক্তা ওয়ালি রহমানি। সোস্যাল মিডিয়ার সুবাদে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে তাঁর কথা। মানুষ সেই মতাদর্শকে গ্রহণ করেছেন বলেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন এই তরুণ স্পষ্টবাদী বক্তা। তিনি ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন রাজা বাদশা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তথ্য সহকারে দেখান যে, সম্প্রীতি, বিশ্বাস আর ভালোবাসাই হল আমাদের দেশের অনন্যতা। বাবর থেকে শিবাজী, সিরাজ থেকে টিপু সকলেই নিরপেক্ষ ছিলেন। এদের বিষয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অপপ্রচার আর মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। তবে বিভেদকামী শক্তি যেভাবে উস্কানি দিয়ে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করছে তাদের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টানকে এক হয়ে লড়াই করতে হবে। মানুষ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অপশক্তিকে রুখতে আজ নয় কলম তুলে নিতে হবে। প্রকৃত সত্য ইতিহাস মানুষের কাছে আনতে হবে। এর জন্য আমাদের সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার প্রসারে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্যে রাখেন, জেলাপরিষদের সদস্য সন্দীপ বেরা, দেশপ্রাণ পঞ্চায়েত সহসভাপতি তরুণ জানা, কাঁথি শরাহ কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সিরাজুল ইসলাম, পঞ্চায়েতপ্রধান তপন সামন্তপ্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জানান, আয়োজক দুর্গাপুর জনসেবা সংঘের সম্পাদক নুর ইসলাম।

# গৃহবধূর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ** গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। ভাঙচুর করা হল বাড়ি। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ঘটনাস্থলে চন্দ্রকোনা টাউন থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাটি চন্দ্রকোনা টাউন থানার বেগুনবাড়ি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেগুনবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ঝন্টু রুইদাসের স্ত্রী মাম্পি রুইদাস পারিবারিক বিবাদে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে নেন শনিবার বিকালে। পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা তা দেখেই গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চন্দ্রকোনা টাউন গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রবিবার বিকালে মাম্পির মা যান। আর এই খবর গিয়ে পৌঁছায় মাম্পির বাপের বাড়ির লোকের কাছে, গড়বেতা থানার আখড়া এলাকায়। আর এতেই তৈরি হয় উত্তেজনা, জানা যায়, বাপের বাড়ি থেকে জনা দশেক লোক এসে বিকেল নাগাদ রণজিৎ-এর বাড়ি ভাঙচুর করে এবং কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা চন্দ্রকোনা টাউন থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে চন্দ্রকোনা টাউন থানা থেকে আসে বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। এলাকায় রয়েছে পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে এখনও চন্দ্রকোনা টাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
শিশু নিকেতন
(নার্সারি স্কুল)
আরামবাগ পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত
আরামবাগ ঃ হুগলি
আরামবাগ পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত শিশুনিকেতন বিদ্যালয়ে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি I থেকে ক্লাস IV পর্যন্ত ভর্তি চলছে। সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত স্কুলে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে।
বিঃ দ্রঃ - যাতায়াতের জন্য ভ্যান ও মার্কিন গাড়ির ব্যবস্থা আছে। বিনা বেতনে নাচ, গান ও অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।